সমকাল

তারিখ ... 31 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ৮ ... কলাম ... ৫ ...

শিক্ষকদের দলাদলিতে অস্থির তিন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

■ সাব্বির নেওয়াজ

ছাত্রদের কারণে নয় বরং শিক্ষকদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ, দ্বন্দ্ব ও দলাদলিতে গভীর সংকটে পড়েছে তিন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়– সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবি), কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। শাবিতে সরকার সমর্থক শিক্ষকরা উপাচার্যের পক্ষে-বিপক্ষে দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। এক পক্ষ বর্তমান উপাচার্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ নিয়েছে উপাচার্যের পক্ষ। কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য আর ট্রেজারারের মধ্যে চলছে ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব। একে অন্যকে ঘায়েল করতে নিচ্ছেন নানা পদক্ষেপ। পুরো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকেই অস্থিতিশীল করে তুলেছেন তারা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্কিত এক ছাত্রলীগ নেতাকে কর্মকর্তা পদে চাকরি দেওয়ার ঘটনায় বিভক্ত আওয়ামীপন্থি শিক্ষকরা। উপাচার্যের সঙ্গে বাড়ছে শিক্ষক নেতাদের দূরত্ব। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয়তাবাদী শিক্ষকরা দাবি তুলেছেন মেয়াদোত্তীর্ণ সিনেট আর সিন্ডিকেট নির্বাচনের। শিক্ষকদের আন্দোলনে গত চার বছরে পাঁচবার বন্ধ থেকেছে এ বিশ্ববিদ্যালয়।

তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, এটা খুবই দুঃখজনক যে, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকরাই শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নের কারণ সৃষ্টি করছেন। গত কয়েক বছরে বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কারণে বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষকরা সম্মানিত ব্যক্তি, সমাজের উঁচু স্থানে তাদের অবস্থান। দরিদ্র এ দেশে অনেকে পড়ালেখারই সুযোগ পায় না, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায় খুবই কম সংখ্যক সৌভাগ্যবান। শিক্ষকদের কাছ থেকে দায়িত্বশীল আচরণ প্রত্যাশা করি। তিনি বলেন, দরিদ্র মানুষের কষ্টার্জিত অর্থে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় চলে। এ কথাটি ছাত্র-শিক্ষক সবাইকেই মনে রাখতে হবে।

দায়িত্বশীল আচরণ প্রত্যাশা করেন শিক্ষামন্ত্রী

শাবি : শিক্ষকদের আন্দোলনে এক ধরনের অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। গত ১৩ এপ্রিল থেকে ভিসি অধ্যাপক ড. আমিনুল হক ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে 'অসদাচরণের' অভিযোগ এনে তার পদত্যাগ দাবিতে আন্দোলনে নামেন আওয়ামীপন্থি শিক্ষকদের প্যানেল 'মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকবৃন্দ'। একপর্যায়ে অধ্যাপক ড. জাফর ইকবালসহ ৩৫ জন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৭টি প্রশাসনিক পদ থেকে একযোগে পদত্যাগ করেন। আন্দোলনের মধ্যে ভিসি দু'মাসের ছুটিতে গেলে কর্মসূচি স্থগিত রাখা হলেও ভিসি ফের দায়িত্ব গ্রহণের পর আন্দোলন আবার শুরু হয়। অবশ্য এই প্যানেল থেকে নির্বাচন করে বিজয়ী শিক্ষক সমিতির অধ্যাপক ড. কবির হোসেনসহ তার অনুসারী কিছু শিক্ষক এ আন্দোলনে নেই। অন্যদিকে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা রোজার ঈদের আগে ভিসির পক্ষে আন্দোলনরত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কর্মসূচি শুরু করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকে।

এ অবস্থায় শিক্ষামন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও আন্দোলনকারী শিক্ষকদের ঢাকায় ডেকে নিয়ে কয়েক দফা বৈঠক করেন। তবে পরিস্থিতির তেমন উন্নতি হয়নি।

ইবি : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ভিসি অধ্যাপক আবদুল হাকিম সরকার, প্রো-ভিসি অধ্যাপক শাহিনুর রহমান ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

শিক্ষকদের দলাদলিতে অস্থির

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

আফজাল হোসেনের ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যেই। প্রো-ভিসির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে নিজের অনুগতদের দায়িত্ব দিতে ভিসির ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। আর ভিসি অনুগত কারোর নিয়োগের ক্ষেত্রে বিরোধিতা করেন। ক্যাম্পাসে জনশ্রুতি আছে, ভিসির অনুগত সাবেক প্রক্টর মাহবুবর রহমানকে প্রো-ভিসির ইন্ধনে গড়ে ওঠা আন্দোলনের মুখে বিদায় নিতে হয়েছে। ভিসির বিশেষ সুপারিশ সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডরমেটরিতে বাসা চেয়েও পাননি নিরাপত্তা কর্মকর্তা রোজদার আলী রুপম। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভিসি নিজেই সভাপতিত্ব করে ভিসিকে বিশেষ অতিথি করেন।

এদিকে কোষাধ্যক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তা ভিসির সঙ্গে কথাই বলেন না। ফোনও রিসিভ করেন না। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান ও তথ্যপদ্ধতি বিভাগের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ বোর্ডে কোষাধ্যক্ষ মাসুদ রানা নামের এক ছাত্রদল নেতাকে নিয়োগের সুপারিশ করেন। ভিসি এর বিরোধিতা করলে পরের দিন পদত্যাগপত্র জমা দেন কোষাধ্যক্ষ। অবশ্য পরে তা ফেরত নেওয়া হয়।

গত ২৪ জুলাই ভিসির বাংলোতে চাকরিপ্রত্যাশীদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সমঝোতা বৈঠক হয়। বৈঠকের এক পর্যায়ে কোষাধ্যক্ষ ভিসিকে বেইমান ও মুনাফেক বলে গালি দেন। এ-সংক্রান্ত একটি অডিও রেকর্ড সমকালের কাছে রয়েছে। কোষাধ্যক্ষ প্রশাসনিক কাজে সহযোগিতা করছেন না মর্মে ভিসি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অভিযোগও জমা দিয়েছেন। এ অভিযোগের তদন্তে এরই মধ্যে ইবি ক্যাম্পাস ঘুরে আসে ইউজিসির একটি তদন্ত দল।

জাবি : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) নিয়োগ সংক্রান্ত দ্বন্দ্বে বিভক্ত আওয়ামীপন্থি শিক্ষকরা। আর মেয়াদোত্তীর্ণ সিনেট-সিন্ডিকেট নির্বাচনের দাবিতে সরব জাতীয়তাবাদী শিক্ষকদের ফোরাম। গত ১৩ জুলাই ঈদের ছুটিতে বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই চার ছাত্রলীগ নেতাসহ মোট ছয়জনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়। নিয়োগ পাওয়া ৫ জন ৩ আগস্ট চাকরিতে যোগদান করলেও একজনকে বাধা দেন আওয়ামী শিক্ষকদের একাংশ। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়সাল হোসেন দীপু নামের এ চাকরিপ্রার্থী সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনের সমর্থক ছিলেন। শিক্ষকদের বাধার পর ছাত্রলীগও সরাসরি জড়িয়ে পড়ে এ বিষয়ে। তারা দীপুকে চাকরিতে যোগদান করাতে উপাচার্যকে আলটিমেটাম দেয়। পরে ২৩ আগস্ট দীপুকে লাইব্রেরির পরিবর্তে রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মকর্তা পদে নিয়োগ দেন উপাচার্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিতে সক্রিয় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী সংগঠন সংশ্লিষ্ট